বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

https://www.facebook.com/nmstbdpg/

www.nmst.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি:
মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী:
এ.কে.এম. লুৎফুর রহমান সিদ্দীক
পরিচালক

মোঃ কায়ছার আব্দুল্লাহ
সহকারী প্রোগ্রামার
মো: হাদিসুর রহমান
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার
শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘিমা
গ্যালারি সহকারী
আফরোজা খাতুন
সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার
আরাফাত আলী
গ্যালারি সহকারী

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা:
রবিন বসাক
আর্টিস্ট

যোগাযোগ:
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
মোবাইল ০১৭৩৩৫৮৫৭৪১
ই-মেইল: infonmst@gmail.com
website: www.nmst.gov.bd

মহাপরিচালকের বাণী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্রোতধারায় সারা পৃথিবী বর্তমানে এক মোহনায় মিলিত। দীর্ঘ ৫৭ বছর সুনামের সঙ্গে দেশব্যাপী বিজ্ঞানের আলো **ছড়িয়ে যাচ্ছে** জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। প্রতিবছর এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রকাশিত হয় বার্ষিক প্রতিবেদন, যা' জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিগত ২০২১-২২খ্রি. অর্থবছরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে এ প্রতিবেদনে। শিশু-কিশোরদের চিন্তা-চেতনা ও স্বপ্নের মধ্যে যে অফুরন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাকে বিজ্ঞান চেতনায় রূপান্তরিত করার মহৎ লক্ষ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান বক্তৃতামালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা ও অলিম্পিয়াডসহ ব্যাপক কর্মসূচির আয়োজন করে, যা' এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছে। বিশেষ করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৭৩৭ টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবকে তৎপর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার ঘটাচ্ছে এ প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও গত অর্থবছরে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে চীন থেকে অত্যাধুনিক প্রদর্শনী বস্তু গ্যালারিতে সংযোজন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা ও অলিম্পিয়াডের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ৬ (ছয়) কোটি টাকা। বিজ্ঞান জাদুঘরে বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা দেয়া হয়, নৈতিক জীবনের দীক্ষাও দেয়া হয়, পরিবেশ রক্ষার সচেতনতাও প্রদান করা হয়। হাজার হাজার বই পড়ে জ্ঞানার্জনের চেয়ে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রকৃত রস আস্বাদন সম্ভব বিজ্ঞান জাদুঘরে। এ প্রতিষ্ঠানকে হৃদয়ে ধারণ করে কর্তব্য পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের অভিলক্ষ্য অর্জন এবং **রূপকল্প** ২০৪১ বাস্তবায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা ও কল্পনাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে জুড়ে দেয়াই আমাদের কাজ। নতুন সাজে, বৈচিত্র্যে ও উপকরণে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে চাই, যেন শিক্ষার্থীরা ভোগবাদে ক্লান্ত হয়ে বা বস্তুবাদে দিকভ্রান্ত হয়ে নীতিভ্রষ্ট না হয়। বিজ্ঞান চেতনায়, মননশীলতায় ও উদ্ভাবনে আমরা তরুণ প্রজন্মকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চাই, যেন তারা জাতি গঠনে অবদান রাখে। এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সূচিপত্র

১.০ নিরন্তর অগ্রাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

২.০ রূপকল্প (Vision) ৬

৩.০ অভিলক্ষ্য (Mission) ৬

৪.০ পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যাঁরা ৬-৭

৫.০ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৮

৬.০ প্রবিধানমালা ৮

৭.০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রধান কার্যাবলি ৮

৮.০ এক নজরে ১০ বছরের বাজেট চিত্র ৯

৮.১ এক নজরে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট ব্যয় বিবরণী ১০

৯.০ ২০২১-২২ এক নজরে বছরজুড়ে কার্যক্রমের চিত্র ১১

৯.১ একনজরে ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রম ১১

১০.০ গ্যালারি সজ্জায় আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু ১১

১০.১ সৌরবাগান: নবরূপে নান্দনিকতা ১১

১০.২ নতুন যাত্রা: এভিয়েশন গ্যালারি ১২

১০.৩ আধুনিক স্থাপনায় শুভযাত্রা ১৩

১০.৪ বিজ্ঞান জাদুঘরে ভাসছে টাইটানিক জাহাজ ১৪-১৫

১০.৫ Centre of Scientific Studies -এর নবযাত্রা ১৬

১১.০ উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অনুপ্রেরণা ১৭

১১.১ ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম: জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতার অনন্য কেন্দ্র ১৭

১১.২ স্বাস্থ্য রক্ষায় রমজানের গুরুত্ব বিষয়ক কর্মসূচি ১৮

১১.৩ দেশজুড়ে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ১৯

১১.৪ অনলাইন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ১৯

১১.৫ জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা ২০

১১.৬ তৃণমূলে বিজ্ঞানের জাগরণ ২১

১১.৭ ৪৩তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা ২১

বিজ্ঞান মেলা ২১

বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২২

কুইজ প্রতিযোগিতা ২২

মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম ২৩

বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকা ২৩

১২.০ বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ২৪

১২.১ পদ্মা সেতু নিয়ে অধিবেশন ২৪

১৩.০ উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে মুখর একটি বছর ২৫

১৩.১ আধুনিক স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ ২৫

১৩.২ গাইড ওয়াল নির্মাণ ২৬

১৩.৩ নব সাজে F-6 যুদ্ধবিমান ২৬

১৩.৪ ANTONOV AN ২৪ বিমানের মডেল নির্মাণ ২৭

১৩.৫ নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণে সততা স্টোর ২৭

১৩.৬ ডাইনোসরের ফসিল: জাদুঘরের নতুন অধ্যায় ২৮

১৩.৭ কম্পিউটার প্রজন্মের ঐতিহাসিক কর্নার স্থাপন ২৮

১৪.০ প্রকাশনায়-প্রচারণায় সমৃদ্ধ বিজ্ঞান শিক্ষা ২৯

১৪.১ অমর একুশে বইমেলায় বিজ্ঞান জাদুঘর ২৯

১৪.২ বই পড়া প্রতিযোগিতা ৩০

১৫.০ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া বিজ্ঞান জাদুঘরে ৩১

১৬.০ আইএসও (ISO) সার্টিফিকেট অর্জন ৩১

১৭.০ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৩৩

১৮.০ বিদেশ সফরে জাদুঘরের কর্মকর্তারা ৩৩

১৯.০ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দিবস উদ্‌যাপন ৩৪

বিশ্ব জাদুঘর দিবস পালন ৩৫

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন ৩৫

আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন ৩৬

২০.০ বিভিন্ন স্তরে নিয়োগ এবং পদোন্নতি প্রদান কার্যক্রম ৩৭

২০.১ নতুন কর্মচারী নিয়োগ ৩৭

২০.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান ৩৭

২১.০ কর্মচারীদের প্রণোদনা প্রদান ৩৮

২২.০ বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র প্রকল্প ৩৯

২৩.০ বিজ্ঞান সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আগামীর পথচলা ৩৯

১.০ নিরন্তর অগ্রযাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দেশের সর্বস্তরের মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানচর্চার অনন্য কেন্দ্র। বিজ্ঞানবান্ধব পরিবেশ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এ প্রতিষ্ঠান ২০২০-২১ সালের করোনা মহামারির কঠিন অভিঘাতেও তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত এ জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ও সময়ের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত জাদুঘরের গ্যালারিসমূহের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, নতুন নতুন প্রদর্শনী বস্তু সংযোজন ও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬৬৭টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে অবজারভেটরি বাস, মিউজিয়াম বাস ও 4D মুভি বাস। দেশের সব শ্রেণির মানুষকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। ১৯৭২ সালে এ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। পৌনে ৫ একরের একখন্ড জমিতে ১৯৮১ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এ জাদুঘরের পরিচালনা পরিষদ রয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাসে জাদুঘরটিকে সম্প্রতি নতুন স্থাপত্যশৈলীতে সজ্জিত করা হয়েছে।

আগারগাঁওয়ে সবুজ শ্যামলীমায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ভবন

২.০ রূপকল্প (Vision) :

বিজ্ঞানকে সম্পৃক্ত করে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দেশ গঠন এ প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প।

৩.০ অভিলক্ষ্য (Mission) :

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণ এবং তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান।

৪.০ পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যাঁরা:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর ধারা ৫-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে সভাপতি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালককে সদস্যসচিব হিসেবে মনোনয়নপূর্বক ১১ জন সদস্য নিয়ে মোট ১৩ সদস্যের পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়।

২০২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এক স্মারকমূলে পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করে, যার মেয়াদ ২০২৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

২০২১-২২ সালের পরিচালনা পরিষদ

জিয়াউল হাসান এনডিসি
সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মো: তৌহিদ হাসানাত খান
অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সুলেখা রাণী বসু
অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো: আফতাব আলী শেখ
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

ড. মো: আজিজুল হক
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

মো: জাফর উল্লাহ খান
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান

অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার
গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যাপক ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ
স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন
প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. এ. এ মানুন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মো: আঃ রাজ্জাক সরকার
যুগ্মসচিব (পিএসিপি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা
ও সদস্য সচিব

৫.০ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে একজন মহাপরিচালকসহ মোট ১৮২টি অনুমোদিত পদে বর্তমানে ১৪০ জন কর্মরত। এর মধ্যে ৬৪ জন রাজস্ব এবং ৭৬ জন আউটসোর্সিং পদের। বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৬.০ প্রবিধানমালা :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের "জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (কার্মকর্তা-কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১১" নামে একটি স্বতন্ত্র প্রবিধানমালা রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক সর্বোচ্চ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী।

৭.০ এক নজরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রধান কার্যাবলি:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রমকে মূলত ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: ক) প্রদর্শনী কার্যক্রম খ) শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ) প্রকাশনা কার্যক্রম এবং ঘ) উদ্ভাবনী কার্যক্রম।

বিস্তারিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:-

- গ্যালারিতে স্থাপিত প্রদর্শনীবস্তু সমূহ প্রদর্শন;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ভিডিও শো, জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞানবিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন;
- সারাদেশে উপজেলা ও জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের আয়োজন;
- এছাড়া, প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নবীন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদান;
- শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র প্রদর্শন এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে (চন্দ্রগ্রহণ, সুর্যগ্রহণ, ধূমকেতু, উল্কাপাত ইত্যাদি) টেলিস্কোপের মাধ্যমে উন্মুক্ত পর্যবেক্ষণ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তথ্য ও গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রাচীন নিদর্শন ও আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনী;
- মিউজিয়াম বাসের মাধ্যমে সারা দেশে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন;
- বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে নিবন্ধন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ আবিষ্কার ও অবদানের স্বীকৃতিসূচক পুরস্কার/ সম্মানী প্রদান।

৮.০ এক নজরে ১০ বছরের বাজেট চিত্র :

২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
২০১২-১৩	২২০
২০১৩-১৪	২৪৩
২০১৪-১৫	৩২৪.৫৬
২০১৫-১৬	৫০৪.১৯
২০১৬-১৭	৭২১.৮৪
২০১৭-১৮	৯১৪.৭৫
২০১৮-১৯	১২২৩
২০১৯-২০	২১০০
২০২০-২১	২০৭৫
২০২১-২২	২৪৫৩.৩৬

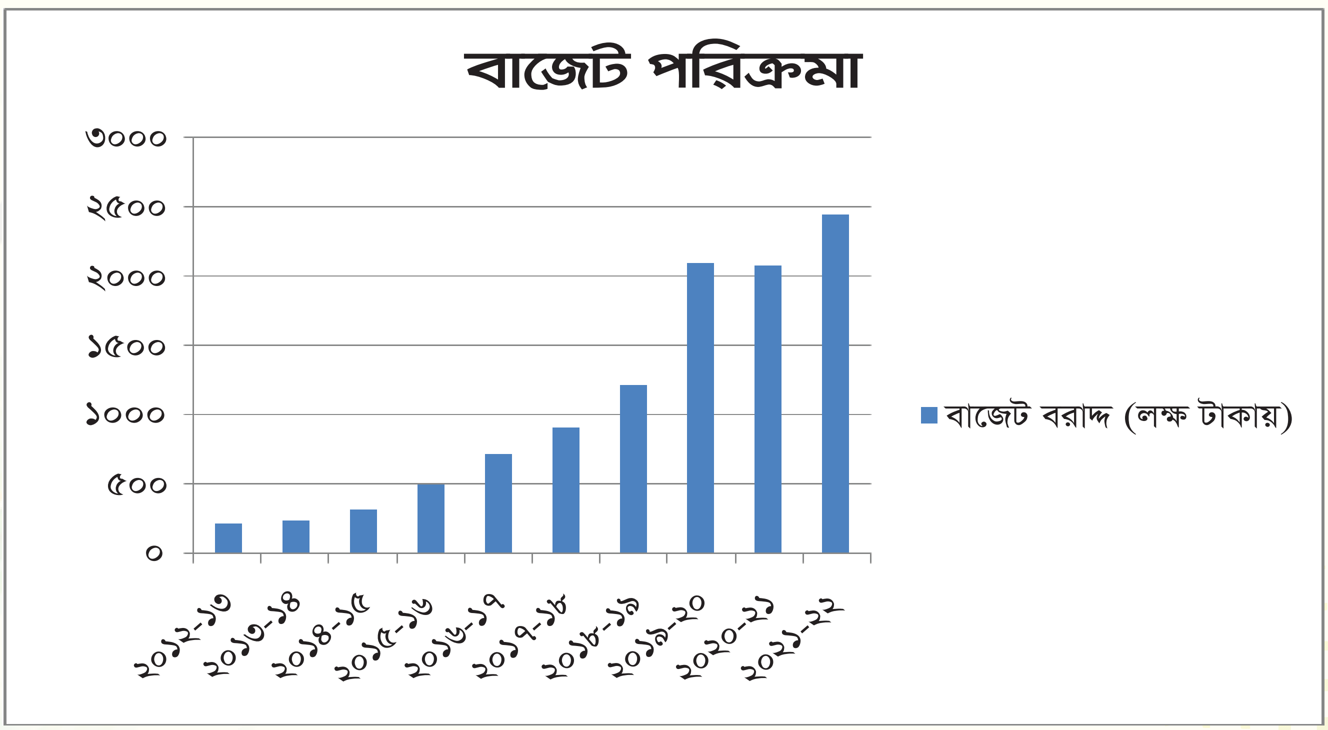

চিত্র: লেখচিত্রে বাজেট পরিক্রমা

৮.১ এক নজরে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয় বিবরণী:

বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ব্যয়
বেতন বাবদ	১৮,৮২৯,৬৩৭.০০	১৮,৮৬২,৭০৪.০০
ভাতাদি বাবদ	১৫,৯৮৬,৮৯৪.০০	১৬,১২৪,৩০৬.০০
পণ্য ও সেবা বাবদ	১২৪,৮৮২,১১৯.০০	১০৯,৬৫৮,৩৭৮.০০
পেনশন ও অবসর সুবিধা	৯,২৬৪,৩৫০.০০	৯,২৬৪,০৫০.০০
বিশেষ অনুদান (বিজ্ঞান সপ্তাহ ও ক্লাব) গবেষণা অনুদান	৫০,৯৪৭,০০০.০০	৫০,৯৪৬,১৫০.০০
উদ্ভাবন (গবেষণা) অনুদান	১,৫০০,০০০.০০	১,৪৯৫,২৩৯.০০
অন্যান্য অনুদান	১২০,০০০.০০	১১৫,৫৩৬.০০
প্রকৌশল ও অফিস সরঞ্জামাদি যন্ত্রপাতি অনুদান	২০,৯৫১,০০০.০০	১৪,৮৬৬,৭২২.০০
তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১,০০০,০০০.০০	৯১৪,৭৯৩.০০
অন্যান্য মূলধন অনুদান	১,৮৫৫,০০০.০০	১,৮৫০,১৪৮.০০
সর্বমোট:	২৪৫,৩৩৬,০০০.০০	২২৪,০৯৮,০২৬.০০
কথায়	চব্বিশ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা	বাইশ কোটি চল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার ছাব্বিশ টাকা

৯.০ ২০২১-২২ অর্থবছর: এক নজরে বছরজুড়ে কার্যক্রমের চিত্র:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে কর্মরত সকলের নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ জাদুঘরের মিশনকে সামনে রেখে প্রতিনিয়ত নানাবিধ বিজ্ঞান-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্যতম অংশ হিসেবে এসকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

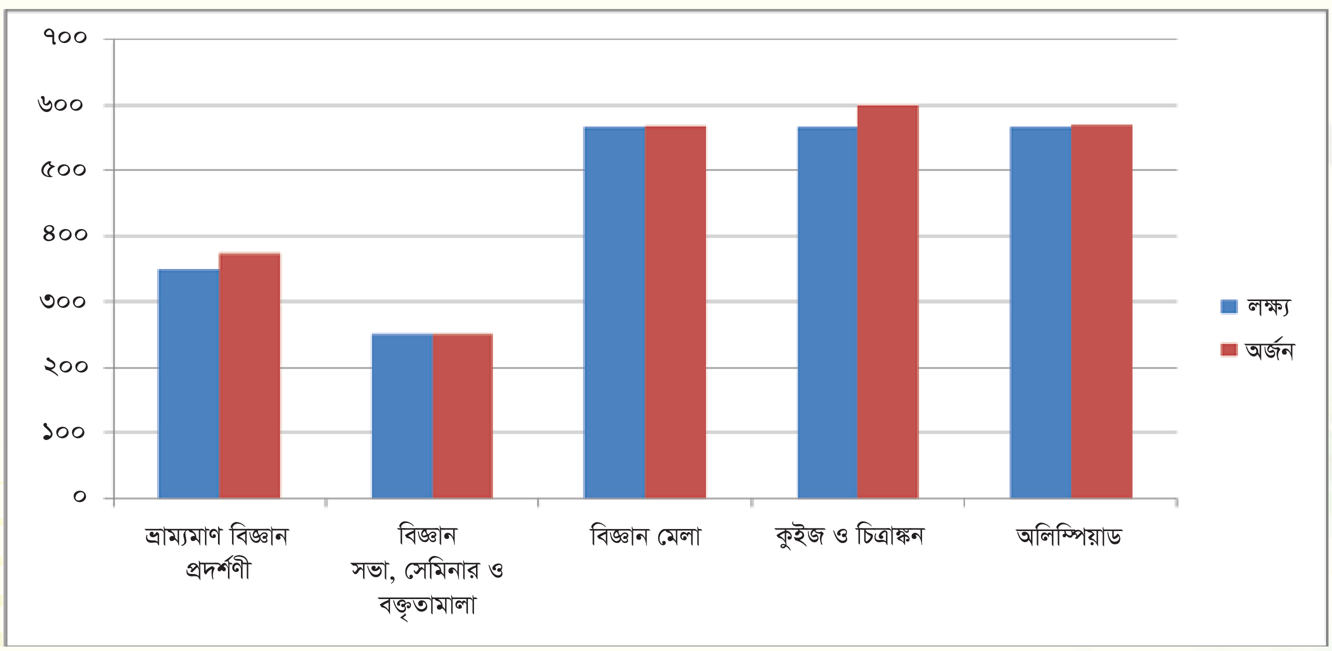

চিত্র: গ্রাফচিত্রে বছরজুড়ে কার্যক্রমের চিত্র

৯.১ এক নজরে ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রম :

- ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী — ৩৬৭ টি
- বিজ্ঞান সভা, সেমিনার, বক্তৃতামালা ও কর্মশালা — ২০৫ টি
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা এবং অলিম্পিয়াড — ১১৩০ টি
- বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ, চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা — ৫৮০ টি
- সমগ্র দেশ জুড়ে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন — ৬ টি
- বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশিত জার্নাল/পুস্তক — ১০ টি
- নতুন প্রকল্প — ১ টি
- বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী (দর্শনার্থী সংখ্যা) — ৩৫,৮৮০৮৮ জন

১০.০ গ্যালারি সজ্জায় আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে নয়টি গ্যালারি রয়েছে। গ্যালারি ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীরা সরাসরি বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জন করে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু যুক্ত করা হয়েছে। জাদুঘরের শিল্পপ্রযুক্তি গ্যালারিতে সম্প্রতি কোস্টগার্ড থেকে সংগৃহীত একটি প্যাট্রোল জাহাজের মডেল সংযোজন করা হয়েছে। আইসিটি গ্যালারি থেকে শিল্পপ্রযুক্তি গ্যালারি অভিমুখী টানেলরূপী সংযোগ রাস্তাকে সজ্জিত করে নান্দনিকরূপ দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে সিল্করুট। মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারিতে সংগ্রহ করা হয়েছে উন্নত মানের বিজ্ঞান সামগ্রী। ভিআর কর্নার স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করে বিজ্ঞান জাদুঘরকে এখন পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হয়েছে। প্রায় ৪০০টি বিজ্ঞানবিষয়ক ঐতিহাসিক এবং প্রাচীন ও আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে বিজ্ঞান জাদুঘরে। সব গ্যালারিই দুর্লভ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির এক অনন্য সংগ্রহশালা। ৯টি বিষয়ভিত্তিক গ্যালারিতে এসব প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শন করা হয়। গ্যালারিগুলো হচ্ছে ১) পদার্থবিজ্ঞান গ্যালারি ২) শিল্পপ্রযুক্তি গ্যালারি ৩) তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারি ৪) জীববিজ্ঞান গ্যালারি ৫) মজার বিজ্ঞান গ্যালারি ৬) মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি ৭) শিশু গ্যালারি ৮) ইনোভেশন গ্যালারি ও ৯) এভিয়েশন গ্যালারি। এসব গ্যালারি বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তুতে সমৃদ্ধ। এছাড়া রয়েছে চতুর্মাত্রিক মুভি প্রদর্শনী ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) কর্নার। গ্যালারি পরিদর্শনের জন্য প্রচলিত টিকিটের পাশাপাশি রয়েছে ই-টিকেট। এতে শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম জাদুঘর পরিদর্শনে অধিক আগ্রহী হয়েছে।

১০.১ সৌরবাগান: নবরূপে নান্দনিকতা :

অসীম এ মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আমাদের সৌরজগৎ। সূর্য ও সূর্য ও সূর্যকে-প্রদক্ষিণকারী তথা পরস্পরের প্রতি অভিকর্ষজ টানে আবদ্ধ মহাজাগতিক বস্তুগুলোকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র। (সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অসংখ্য ধূমকেতু ও অগণিত উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। গ্রহগুলো মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। আমাদের সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক হলো সূর্য)। এভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে সৌরজাগতিক জ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে সৌরবাগান গড়ে তোলা হয়েছে।

চিত্রঃ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রাঙ্গণে নতুন ঔজ্জ্বল্যে সৌরবাগান

১০.২ নতুন যাত্রাঃ এভিয়েশন গ্যালারি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা দুটি বিভার বিমান সম্প্রতি সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে প্রদর্শনীর উপযোগী করে নবনির্মিত এভিয়েশন গ্যালারিতে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ১৭ বছরের পরিত্যক্ত এফ-৬ যুদ্ধবিমানটির আধুনিকায়ন শেষে নতুন আঙ্গিকে প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। জাদুঘরের নান্দনিক কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান মন্তব্য করেন, বিজ্ঞান জাদুঘরকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বর্তমান মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী দিনরাত কাজ করছেন। তার সময়ে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে, যা এখন দৃশ্যমান হচ্ছে।

চিত্র:1952 মডেলের Carolian Haviland এর ঐতিহাসিক বিভার বিমানের মডেল নবনির্মিত এভিয়েশন গ্যালারিতে

১০.৩ আধুনিক স্থাপনায় শুভযাত্রা :

গত ১৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের নবনির্মিত অত্যাধুনিক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তি চর্চার একটি স্থায়ী অবকাঠামো হিসেবে এ কমপ্লেক্স ভবনটি নির্মিত হয়। সর্বাধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এ ভবনটি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান মেলা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অবারিত সুযোগ এনে দেবে এ বিজ্ঞান কমপ্লেক্স। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মেলা এবং অলিম্পিয়াড আয়োজনের সকল সুবিধা রয়েছে এখানে। উল্লেখ্য, এ ভবনটির পরিচালনা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

চিত্রঃ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চিত্রঃ আলোকে ঝলকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স ভবন

চিত্র: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ

১০.৪ বিজ্ঞান জাদুঘরে ভাসছে টাইটানিক জাহাজ :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পানিতে ভাসছে বিশাল জাহাজ। জাহাজের ভেঁপুর শব্দে সৃষ্টি হয়েছে সামুদ্রিক আবহ। ১৯১২ সালের ১৪ এপ্রিল প্রথম যাত্রায় ডুবে যাওয়া ঐতিহাসিক টাইটানিক জাহাজের নির্মাণশৈলী, নির্মাণগত ত্রুটি, ডুবে যাওয়ার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে তরুণ প্রজন্মকে বৈজ্ঞানিক ধারণা দিতে বিজ্ঞান জাদুঘরে স্থাপন করা হয়েছে এ জাহাজ। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে আয়োজিত শিশু সমাবেশে জাহাজটি উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। ১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সুপারস্ট্রাকচারের জাহাজটি জাদুঘরে প্রদর্শনী বস্তু হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

চিত্র: 'টাইটানিক জাহাজ' উদ্বোধন করছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

চিত্র: টাইটানিক জাহাজে একদল শিক্ষার্থীর সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

১০.৫ সেন্টার অব সায়েন্টিফিক স্টাডিজ এর নবযাত্রা :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের নবনির্মিত আগারগাঁওস্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স ভবনের দ্বিতীয় তলায় **স্থাপন** করা হয় Centre of Scientific Studies- **নামক** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সহায়ক প্রায় ছয় হাজার বই ও জার্নাল সমৃদ্ধ একটি আধুনিক লাইব্রেরি। এখানে শিক্ষার্থীরা ছাড়াও সকল স্তরের দর্শনার্থী ও পাঠকদের পড়াশোনার জন্য একটি নির্মল পরিবেশ তৈরি করা **হয়েছে**।

চিত্র: **Centre of Scientific Studies**-এ বই পড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

চিত্র: **Centre of Scientific Studies**-এ অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীরা

১১.০ উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অনুপ্রেরণা :

কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ভার্চুয়াল পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গত বছর (২০২১-২০২২) প্রায় ৩৬ লাখের বেশি দর্শক ভার্চুয়ালি জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছে। বিজ্ঞানচর্চাকে শিক্ষার্থী, গবেষক ও ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সুপ্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে বিকশিত করে এবং বিনোদনের মাধ্যমে শিশুদের মনন সমৃদ্ধ হচ্ছে বিজ্ঞান। করোনা সংকটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাকালীন নিরবচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞান মেলা, সেমিনার, অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বিজ্ঞান বক্তৃতা অনলাইনে আয়োজন করে শিশু-কিশোরদের জন্য শক্তিশালী প্লাটফর্ম তৈরি করেছে বিজ্ঞান জাদুঘর।

১১.১ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মঃ জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতার অনন্য কেন্দ্র

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বদ্ধপরিকর। করোনা মহামারিতে শিক্ষার্থীরা যখন বন্দী চার দেয়ালের মাঝে, তখন শিশু-কিশোরদের মানসিক বন্ধ্যাত্ব ঘুচাতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অনলাইনে বিজ্ঞানচর্চাকে জীবন্ত রেখে নিয়মিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতা অব্যাহত রাখে। জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালার মধ্যে রয়েছেঃ

ক) পানির অপচয় রোধে বিজ্ঞান
খ) নাগাসাকি-হিরোশিমা: আর নয় পারমাণবিক বোমা
গ) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি
ঘ) সুনিদ্রা: বিজ্ঞানসম্মত পথনির্দেশনা
ঙ) Eat Fiber: Avoid Fast Food
চ) Listen to Science: বিজ্ঞানের কথা শোনো
ছ) Vertical Land Use: Vertical Firming
জ) বিদ্যুৎ বিল হ্রাসে বিজ্ঞানসম্মত উপায়

চিত্র: বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতায় মহাপরিচালক

এছাড়াও এ প্লাটফর্মে শিশু-কিশোর ও তরুণরা রাস্তা ঘাটের বিষাক্ত খাবার বর্জন, মাস্কের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার, নদ-নদী রক্ষায়, পরিবেশ সুরক্ষা, ধুমপানের ক্ষতিকর প্রভাব, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর প্রয়োজনীয়তা, রোজার উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞান বক্তৃতায় অংশ নিয়ে তাদের উদ্ভাবনী প্রতিভা বিকাশের অফুরন্ত সুযোগ পাচ্ছে। এটি তাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি করছে।

১১.২ স্বাস্থ্য রক্ষায় রমজানের গুরুত্ববিষয়ক কর্মসূচি :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে রমজানের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা এক বিজ্ঞান বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসার ১৩৫ জন শিক্ষার্থী এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এতে রমজানে রোজা রাখার অফুরন্ত শারীরিক উপকারিতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। রোজা রাখার ফলে শরীরের রোগজীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়ে যায়, বিপাকীয় কার্যক্রম শক্তিশালী হয় এবং ক্যান্সার কোষ ধ্বংস হয়। চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও গবেষকরা প্রমাণ করেছেন, রোজার অফুরন্ত শারীরিক উপকারিতা রয়েছে। রোজা রাখার ফলে এমনকি গ্যাস্ট্রিক ও ডায়াবেটিস রোগীদেরও রোগের মাত্রা হ্রাস পায় এবং শারীরিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

চিত্র: ‘রমজানের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা’ বিজ্ঞান বক্তৃতায় অংশগ্রহণরত শিক্ষার্থীরা

১১.৩ দেশজুড়ে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী :

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চাকে ঘরে ঘরে পৌঁছাতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। মিউজিয়াম বাস, মুভিবাস ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণ বাস শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বাসগুলো রাজধানীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করা।

চিত্র: বিজ্ঞান জাদুঘরে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের দল

চিত্র: সাভারস্থ বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী

১১.৪ অনলাইন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ :

বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে বিজ্ঞান জাদুঘর শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনেকগুলো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। ২০২১-২২ সালে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

জাদুঘরে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলাদেশ পৌঁছাবে অনন্য উচ্চতায়' শীর্ষক আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক স্থিরচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে 'আমার প্রিয় শেখ রাসেল' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭ শতাধিক শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকেরা অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়।

চিত্র: বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

১১.৫ জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা :

শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবছর সারা দেশে উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞানসম্পৃক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবকে এসব কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ বছর ৬৪টি জেলায় মোট ৬৬টি বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: বিজ্ঞান মেলার সেমিনারে মহাপরিচালকের সঙ্গে প্রশাসনের কর্মকর্তারা

১১.৬ তৃণমূলে বিজ্ঞানের জাগরণ :

দেশের প্রতিটি উপজেলা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন সময়ের দাবি। ২০২১-২২ অর্থবছরে 'উপজেলা বিজ্ঞান ক্লাব', জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের 'নিবন্ধিত বিজ্ঞান ক্লাব' ও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়/কেন্দ্রিক বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল এবং বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ২৪টি ক্লাবকে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

চিত্র: 'কুমিল্লা জেলা স্কুল বিজ্ঞান প্রজেক্ট ক্লাব' -এর প্রতিনিধির হাতে চেক হস্তান্তর

১১.৭ ৪৩তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা:

২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগে দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয় ৪৩তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ। এর আওতায় ছিল মেলা, কুইজ, অলিম্পিয়াড। এতে অংশ নেয় প্রায় ৪ লক্ষ শিক্ষার্থী। শিশু-কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থীদের হৃদয় মূলে বিজ্ঞান চেতনা অঙ্কুরিত করাই এ বিজ্ঞান সপ্তাহ আয়োজনের লক্ষ্য।

- <u>বিজ্ঞান মেলা:</u>

  উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এ বছরের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিজ্ঞান মেলা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬৫ টি। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক দেশব্যাপী করোনাকালীন দুর্যোগের মধ্যেও ৫৬৭ টি বিজ্ঞান মেলার আয়োজন সম্পন্ন করে।

চিত্র: বরিশাল জেলায় আগৈলঝাড়ায় ৪৩ তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের অনুষ্ঠান

▪ বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড :

দেশজুড়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রগণ করে। জেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে অংশগ্রহণ করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬৫ টি। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৫৬৯ টি জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন সম্পন্ন করে।

চিত্র: চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলায় আয়োজিত ৬ষ্ঠ বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বিজয়ী শিক্ষার্থীকে উপহার দেয়া হচ্ছে

▪ কুইজ প্রতিযোগিতা:

দেশজুড়ে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ে এবং পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬৫টি। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৬০০টি বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন সম্পন্ন করে।

চিত্র: ফেনী জেলার ছাগলনাইয়ায় বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিজোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান

▪ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ :

মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাকাশ বিজ্ঞানের অজানা অধ্যায় শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মোচন করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চার এক অনন্য কেন্দ্র। শিক্ষার্থীরা টেলিস্কোপের মাধ্যমে ১৯৩.৯৩ কোটি মাইল দূরে শনি, ৬০ কোটি মাইল দূরে বৃহস্পতি গ্রহ দেখার অনন্য সুযোগ লাভ করে।

চিত্র: মহাকাশ অবলোকন কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা

▪ বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকা :

বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও জাতয়ি উন্নয়ন এক সূত্রে গাঁথা। এ লক্ষ্যে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সহজবোধ্য করতে বিজ্ঞান বিষয়ক নাটিকা আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় করতে এভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজন করা হয় বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকা। এতে সাধারণ মানুষ যেমন বিজ্ঞান সচেতন হয়, তেমন নানা সামাজিক কুসংস্কার থেকে সমাজ মুক্ত হয়।

চিত্র: রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকা 'প্রসন্ন প্রকৃতি'

১২.০ বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার :

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা, জেলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৩০ টি সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসব সেমিনার ও কর্মশালার প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নরূপ:

- The Power of Science Museum in Building an Innovative Nation
- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ভূমিকা
- Essence of Technology for Combating Corruption
- শিল্পকারখানায় ETP এর ব্যবহার
- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় করণীয়
- নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ্য জীবন-যাপন
- অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি: সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- কোভিড বর্জ্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা
- রাজস্ব ফাঁকি রোধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা

চিত্র: বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সরকারী কর্মকর্তারা

১২.১ পদ্মা সেতু নিয়ে অধিবেশন :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ‘অমিত সম্ভাবনাময় পদ্মা সেতু’ শীর্ষক এক শিক্ষামূলক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে পদ্মা বহুমুখী সেতুর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও এর নির্মাণযজ্ঞ সম্পর্কে আলোকপাত করেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক এবং অতিরিক্ত সচিব ড. মো. মনিরুজ্জামান। অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

চিত্রঃ পদ্মা সেতুর সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক ড. মো. মনিরুজ্জামান

১৩.০ উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে মুখর একটি বছর :

১৩.১ আধুনিক স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ আধুনিক তোরণ নির্মাণ :

দৃষ্টিনন্দন নির্মাণশৈলী সমৃদ্ধ গ্যালারি ও প্রশাসনিক গেট নির্মাণের কাজটি এ বছর সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ২৭ বছরের পুরাতন ও জরাজীর্ণ ফটকসমূহ অপসারণ করে প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা হয়েছে আধুনিক স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় প্রবেশদ্বার, যা কেড়ে নিচ্ছে সবার দৃষ্টি।

চিত্রঃ আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক নির্মাণশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন গ্যালারি গেট ও প্রশাসনিক গেট

১৩.২ গাইড ওয়াল নির্মাণ :

দীর্ঘ ২৫ বছরের পুরনো গাইড ওয়াল অপসারণ করে 'সৌর বাগান' চত্বর থেকে ডরমেটরী ভবন পর্যন্ত মজবুত স্থাপনার গাইড ওয়াল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন এ গাইড ওয়ালের সঙ্গে সবুজের প্রাণ-প্রকৃতি সমৃদ্ধ এক অনন্য আবহ তৈরি করেছে।

চিত্র: সম্প্রতি নির্মিত দৃষ্টিনন্দন গাইড ওয়াল

১৩.৩ নব সাজে F-6 যুদ্ধবিমান :

অভিজ্ঞ বিমান প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে যান্ত্রিক আবহ সৃষ্টি করে আধুনিকায়নের মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে F-6 যুদ্ধবিমান এবং দুটি বিভার বিমান। এ বিমানগুলো শিক্ষার্থী এবং ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের জন্য যুদ্ধ বিমান ও কৃষিক্ষেত্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বার উন্মোচন এবং নতুন প্রজন্মকে বৈমানিক হতে উদ্বুদ্ধ করছে।

চিত্র: বৈমানিক হবার স্বপ্ন পূরণের অনন্য সারথি বিজ্ঞান জাদুঘর

১৩.৪ ANTONOV AN 24 বিমানের মডেল নির্মাণ:

বিজ্ঞান জাদুঘরকে এভিয়েশন বিজ্ঞানবিষয়ক একাডেমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাদুঘরের উত্তর পশ্চিম কোণে প্রবেশ মুখে একটি ANTONOV বিমানের মডেল তৈরি করা হয়েছে। আগামীতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা বিমানের পাইলট বা বিমান প্রকৌশলী হয়ে যেন দেশের চাহিদা মেটাতে পারে এবং দেশের সম্মান বাড়াতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিমান চালনার জন্য বিদেশ থেকে পাইলট ভাড়া করতে হয় এবং বিমান মেরামতের জন্য বিদেশী সহায়তা চাইতে হয়। এ সংকট কাটাতে বিজ্ঞান জাদুঘর বিমান গ্যালারি কাম ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে।

চিত্র: ANTONOV AN 24 বিমানের মডেলসহ বিমান প্রকৌশলের শিক্ষার্থীরা

১৩.৫ নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণে সততা স্টোর :

জাদুঘরে আগত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার উন্মেষ ঘটানো ও বাস্তব সততা চর্চা অনুশীলনের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্রেতাবিহীন একটি “সততা স্টোর” স্থাপন করা হয়েছে। সততা ও নৈতিকতা প্রাত্যহিক জীবনের অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান জাদুঘর এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা ও নৈতিকতা বোধ শাণিত করবে, এ প্রত্যাশা সবার।

চিত্র: সততা ও নৈতিকতার নিবিড় চর্চা কেন্দ্র ‘সততা স্টোর’

১৩. ৬ ডাইনোসর এর ফসিল: জাদুঘরের নতুন অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসরের ফসিল জাদুঘরে স্থাপন করা হয়েছে। প্রাণবৈচিত্র্য সম্পর্কে জ্ঞানের জগতকে বিস্তৃত এবং ফসিল গবেষণার দ্বার উন্মুক্তকরণে এ প্রয়াস। সংগৃহীত ফসিলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসরের হাড় এর অংশ।

চিত্র: দর্শনার্থীদের জন্য ফসিল গবেষণার উন্মুক্ত দ্বার ফসিল কর্নার

১৩. ৭ কম্পিউটার প্রজন্মের ঐতিহাসিক কর্নার স্থাপন :

কম্পিউটার আবিষ্কৃত হবার পর এর প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে অব্যাহত বিবর্তন ঘটতে থাকে। এ বিবর্তন ও বিকাশের এক একটি ধাপ প্রজন্ম হিসেবে পরিচিত। সূচনাপর্বের কম্পিউটার ছিল আকারে বড় ও ভারি, যার এক একটির ওজন ছিল প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ টন এবং এগুলো এক হাজার বর্গফুট স্থান দখল করত। এ কম্পিউটার পরিচালনার জন্য ১৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন হতো। সময়ের পরিক্রমায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কম্পিউটারকে উন্নত থেকে উন্নততর করেছে। ফলে ক্রমান্বয়ে ছোট আকৃতির শক্তিশালী, দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল কম্পিউটারের আবির্ভাব ঘটেছে। জাদুঘরে নির্মিত একটি কর্নারে ভ্যাকুয়াম টিউব, ট্রানজিস্টর এবং মাইক্রোপ্রসেসরের মতো কম্পিউটারের যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে পাঁচটি প্রজন্মে সজ্জিত করা হয়েছে। ১. ১ম প্রজন্ম ২. ২য় প্রজন্ম ৩. ৩য় প্রজন্ম ৪. ৪র্থ প্রজন্ম ৫. ৫ম প্রজন্ম। প্রতিটি প্রজন্মের কম্পিউটারের সাথে দর্শনার্থীদের পরিচিতি ঘটছে।

চিত্র: কম্পিউটারের প্রজন্ম ইতিহাস নিয়ে নতুন কর্নার

১৪.০ প্রকাশনায়-প্রচারণায় সমৃদ্ধ বিজ্ঞান শিক্ষা:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখা থেকে প্রতিবছর সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও সম্পাদকীয়'র সমন্বয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রস্তুত করা হয়। অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে বিধায় সার্বিক কার্যক্রমের চিত্র বিশদভাবে তুলে ধরতে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পন' নামে একটি বিশেষ ত্রৈমাসিক প্রকাশনা বের করা হচ্ছে। এছাড়া আরও বিভিন্ন বিজ্ঞানসমৃদ্ধ প্রকাশনাও বের হচ্ছে। ২০২১-২২ সালে নানা তথ্য ও উপাত্তে সমৃদ্ধ এ জাতীয় প্রকাশনা বিজ্ঞান জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্র: বার্ষিক প্রকাশনার অংশবিশেষ

১৪.১ অমর একুশে বইমেলায় বিজ্ঞান জাদুঘর:

অমর একুশে বইমেলায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা তথ্য ও উপকরণ সমৃদ্ধ একটি আকর্ষণীয় স্টল স্থাপন করা হয়। এখানে শিক্ষার্থী ও দর্শকদের কাছে বিনামূল্যে সহস্রাধিক বিজ্ঞান বিষয়ক নানা বই ও পুস্তিকা সরবরাহ করা হয়। বইমেলায় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিদিন বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জাদুঘরের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে দেয়া হয় নানা স্মারক উপহার সামগ্রী।

চিত্র: বইমেলায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের স্টলে দর্শনার্থীরা

১৪.২ বই পড়া প্রতিযোগিতা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এ প্রথমবারের মতো আয়োজন করে বিজ্ঞান বই পড়া প্রতিযোগিতা। ইন্টারনেটের আসক্তিতে বই পড়া হারিয়ে যাচ্ছে। বই জ্ঞানার্জন এবং গবেষণার পথ উন্মোচন করে। বই পড়ার অনাগ্রহের কারণে মেধায় পিছিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা এবং লেখনী শক্তি ও সৃজনশীলতা এখন বিলুপ্তির পথে। এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পিপাসা জাগ্রত হবে এ প্রত্যাশা সবার। রাজধানীর তিনটি স্বনামধন্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ বই পড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরের পক্ষ থেকে স্মারক উপহার হিসেবে শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা হয়।

চিত্র: বই পড়া প্রতিযোগিতা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন মহাপরিচালক মহোদয়

১৫.০ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া বিজ্ঞান জাদুঘরে :

১৫.১ QR Code -এ একপলকে গ্যালারি দর্শন:

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের গ্যালারিসমূহের উল্লেখযোগ্য ৮২টি প্রদর্শনীবস্তুর বর্ণনা QR Code -এর মাধ্যমে উপস্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ১৭১টি প্রদর্শনীবস্তুর বর্ণনা QR Code -এর মাধ্যমে উপস্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে জ্ঞান পিপাসায় উন্মুখ দর্শনার্থী ও শিক্ষার্থীরা প্রদর্শনীবস্তুর বর্ণনাসমৃদ্ধ উপস্থাপনা উপভোগ করতে পারবে।

চিত্র: প্রদর্শনীবস্তুর বর্ণনাসমৃদ্ধ QR Code

১৬.০ আইএসও (ISO) সার্টিফিকেট অর্জন: ইতিহাসের পাতায় স্থান পেল বিজ্ঞান জাদুঘর

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ISO 9001: 2015 Certification অর্জন করেছে। এ কাজে Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সহায়তা করেছে। ISO 9001: 2015 standard এর সকল শর্ত পূরণ করায় বাংলাদেশের একমাত্র জাদুঘর হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে এ সনদ প্রদান করা হয়। বিগত ২৬ মে ২০২২ খ্রি. তারিখে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক মান সংস্থার এ সনদ (ISO) অর্জন করে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। অফিস ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষতা, দর্শক সেবায় সাফল্য, দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুরাগ সৃষ্টি এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা সৃজনের সফলতা হিসেবে এ সনদ পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বহুমুখী প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রম, উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা, শিক্ষার্থীবান্ধব নান্দনিক পরিবেশ এবং বহুমাত্রিক আধুনিকায়নের মাধ্যমে এক অনন্য আবহে সমৃদ্ধ এখন এ প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠান R&G (আর অ্যান্ড জি)-র মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা 'এজেএ ইউরোপ লিমিটেড' আইএসও (ISO) সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সংক্রান্ত যাবতীয় অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্য থেকে আইএসও (ISO) সনদটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

REGISTRATION CERTIFICATE

this is to certify that the management system of

National Museum of Science and Technology

have been assessed by AJA EUROPE and registered against the requirements of

ISO 9001:2015

AJAEU/22/17335	*20th April 2022*
Certificate Number	Date of Original Registration
19th April 2025	*N/A*
Expiry Date	Date of Re-Registration

Alfonso Pagliuca, President & Founder, AJA Europe Ltd

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0273

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

AJA EUROPE

This certificate is issued in respect of the location & scope of registration detailed in the Associated Registration Schedule
This certificate is the property of AJA Europe Ltd Unit 5 Middle Bridge Business Park Bristol Road Portishead Bristol BS20 6PN UK and must be returned on request.

চিত্র: ISO (আইএসও) 9001: 2015 সনদ

চিত্র: ISO (আইএসও) 9001: 2015 সনদ গ্রহণ করছেন মহাপরিচালক

১৭.০ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ২০২১-২২ অর্থবছরে সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশাসনিক, আর্থিক ও নৈতিক বিষয়ে ৬০ ঘন্টা ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। নিম্নবর্ণিত বিষয় ছিল ইনহাউজ প্রশিক্ষণের প্রতিপাদ্য:

- ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- ই-নথি ব্যবস্থাপনা
- দুর্নীতি দমন: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
- সরকারী দায়িত্ব পালনে দুর্নীতি মুক্ত থাকার উপায়
- সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা
- বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন প্রস্তুত এবং প্রতিস্বাক্ষর

চিত্র: বছর জুড়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশবিশেষ

১৮.০ বিদেশ সফরে জাদুঘরের কর্মকর্তারা:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে আরও আধুনিকায়ন করতে জাদুঘরের কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিদেশে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য বিদেশ সফরে প্রেরণ করা হয়। ৪ টি গ্রুপে বিভক্ত ৪ টি টীম সুইডেন, জার্মানী, ফিলিপাইন ও ইটালির বিভিন্ন বিখ্যাত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর সফর করে এবং এসব জাদুঘরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

চিত্র: সুইডেনের টেকনিসকা মিউজিয়াম পরিদর্শনে কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্র: বার্লিন মিউজিয়াম পরিদর্শনে জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্র: ফিলিপাইনের মাইন্ড মিউজিয়াম পরিদর্শনে কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্র: ইতালির মিউজিয়াম পরিদর্শনে জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ

১৯.০ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দিবস উদ্‌যাপন :

সংস্থায় ১৯ জানুয়ারি জাতীয় শিক্ষক দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস, ১৭ মার্চ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ১৮ মে বিশ্ব জাদুঘর দিবস এবং ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান সভা, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং শুদ্ধাচারবিষয়ক শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাদুঘর ভবনের আলোকসজ্জা

চিত্র: 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা সভা

বিশ্ব জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন:

বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন করে। 'জাতি গঠন এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উন্মেষে জাদুঘরের অবদান' শীর্ষক নানা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আয়োজন করা হয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বক্তৃতা ড্রোন ও রোবট প্রদর্শনী এবং জ্ঞান চর্চা ও পরিবেশ রক্ষার শপথ। শপথ বাক্য পাঠ করান জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী।

চিত্র: জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছাতা বিতরণ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন :

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ আলোচনা সভা ও নারী কর্মীদের জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান জাদুঘরের ১০ নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংস্থার কনসালটেন্ট এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তানজিয়া রশীদ এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) এর সহকারী অধ্যাপক তাসনীম বিনতে শওকতকে বিশেষ সম্মাননাপত্র ও স্মারক উপহার প্রদান করা হয়।

চিত্র: আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী কর্মীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন:

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে পরিবেশ চেতনা সমুন্নত রাখা, দূষণমুক্ত জীবনযাপন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং দূষণজনিত বিপর্যয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিবেশ দিবসকে প্রতিপাদ্য করে ‘রাসায়নিকদূষণ ও দুর্ঘটনা রোধে করণীয়’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, রাসায়নিক ও বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপদ সংরক্ষণ, সতর্কতামূলক চিহ্ন প্রদান, অগ্নিনির্বাপণের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা প্রয়োগ করা পরিবেশ রক্ষার জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি সরকারি অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের স্মারক উপহার হিসেবে গাছের চারা প্রদান করা হয় এবং উপহার পাওয়া শিক্ষার্থীদের বাসাবাড়ির ছাদে, বারান্দায় বৃক্ষরোপণ ও পাখি সুরক্ষার উপদেশ দেয়া হয়।

চিত্র: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে অনুষ্ঠিত পরিবেশ অলিম্পিয়াড, পরিবেশ বিজ্ঞান বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বিচারক ও অতিথিদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

২০.০ বিভিন্ন স্তরে নিয়োগ এবং পদোন্নতি প্রদান কার্যক্রম:

২০.১ নতুন কর্মচারী নিয়োগ:

কর্মচারী পর্যায়ে ৬ ক্যাটাগরির পদে ৯ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড	নিয়োগকৃত জনবল
১	উর্ধ্বতন হিসাব সহকারী	১৩	১ জন
২	উচ্চমান সহকারী	১৪	১ জন
৩	ইলেকট্রিশিয়ান	১৬	১ জন
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১ জন
৫	অফিস সহায়ক	২০	৪ জন
৬	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	১ জন
	মোট =		**৯ জন**

২০.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান :

কর্মকর্তা পর্যায়ে ৩ ক্যাটাগরির পদে ৫ জন এবং কর্মচারী পর্যায়ে ৯ ক্যাটাগরির পদে ১২ জন মোট ১৫ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	মূল পদ ও গ্রেড	পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদ ও গ্রেড	সংখ্যা
১	কিউরেটর (৬ষ্ঠ গ্রেড)	সিনিয়র কিউরেটর (৫ম গ্রেড)	১ জন
২	সহকারী কিউরেটর (৯ম গ্রেড)	কিউরেটর (৬ষ্ঠ গ্রেড)	৩ জন
৩	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (১০ম গ্রেড)	সহকারী কিউরেটর (৯ম গ্রেড)	১ জন
৪	উচ্চমান সহকারী (১৪তম গ্রেড)	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (১৩তম গ্রেড)	১ জন
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (১৬তম গ্রেড)	উচ্চমান সহকারী (১৪তম গ্রেড)	১জন
৬	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (১৬তম গ্রেড)	উচ্চমান সহকারী (১৪তম গ্রেড)	১ জন

৭	গ্যালারি এ্যাটেনডেন্ট (১৮তম গ্রেড)	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (১৬তম গ্রেড)	২ জন
৮	গ্যালারি এ্যাটেনডেন্ট (১৮তম গ্রেড)	হিসাব সহকারী (১৬তম গ্রেড)	১ জন
৯	মিউজিয়াম এ্যাটেনডেন্ট (১৮তম গ্রেড)	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (১৬তম গ্রেড)	১ জন
১০	অফিস সহায়ক (২০তম গ্রেড)	লাইব্রেরি সহকারী (১৬তম গ্রেড)	১ জন
১১	অফিস সহায়ক (২০তম গ্রেড)	গ্যালারি এ্যাটেনডেন্ট (১৮তম গ্রেড)	১ জন
১২	গ্যালারি গার্ড (২০তম গ্রেড)	গ্যালারি এ্যাটেনডেন্ট (১৮তম গ্রেড)	১ জন
	মোট=		**১৫ জন**

চিত্র: নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরা

২১.০ কর্মচারীদের প্রণোদনা প্রদান:

আর্থিক ও অনার্থিক প্রেষণা কর্মউদ্দীপনা বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা কৌশল। শীতকালে কর্মচারীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ এবং শ্রমসাধ্য কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন স্তরে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: কর্মচারীদের বার্ষিক প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠান

২২.০ বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র প্রকল্প:

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার ভাংগাদিয়া গ্রামে কর্কটক্রান্তি রেখা ও ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মিলনস্থলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি একনেক সভায় পাশ হয়েছে।
প্রকল্পটি "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন" নামে সুপরিচিত।
এর বাস্তবায়ন কাল: ০১/০৭/২০২১ থেকে ৩১/১২/২০২৪ পর্যন্ত।
এ প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ২১৩ কোটি টাকা।

চিত্র : প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- জনসাধারণের জন্য মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- মহাকাশ বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে উৎসাহিতকরণ।
- শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য মহাকাশ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

২৩.০ বিজ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠনে আগামীর নিরন্তর পথচলা:

বর্তমান বৈশ্বিক ও সমৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে প্রসারিত করা ও তা' দেশের কল্যাণে ব্যবহারে আমাদের লক্ষ্য। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আধুনিকায়নের পথযাত্রায় উন্নতমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে, এ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের অভাব, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাসহ নানাবিধ সীমাবদ্ধতা নিয়ে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বমানের এক আধুনিক জাদুঘরে রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, জাতিকে বিজ্ঞানসমৃদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এটি বাংলাদেশের বিজ্ঞান শিক্ষার অনন্য প্রাণকেন্দ্র হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাবে, এ আমাদের বিশ্বাস।

২৪.০

<u>তথ্য ও সম্প্রচারের দায়িত্বে যাঁরা:</u>

মোঃ আনিসুর রহমান, কিউরেটর, মোবাইল- ০১৬৭৫-১২৫২৬০
ই-মেইল-anisur_sm@yahoo.com

<u>বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা:</u>

মো: কায়ছার আব্দুল্লাহ, সহকারী প্রোগ্রামার, মোবাইল- ০১৫১৫২৩৩৬৫৬,
ই-মেইল- ap@nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়

সৌরবাগান, ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়াম, উড়ন্ত উড়োজাহাজ, ভাসমান টাইটানিক, ৪ডি মুভিবাস, ভি আর ও টেলিস্কোপে মহাকাশ দেখার জন্য আমন্ত্রিত।

https://www.facebook.com/nmstbdpg/

www.nmst.gov.bd

যোগাযোগ -
০১৭৩৩-৫৮৫৭৪১,
০১৭২২-১২৬২৩১